Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৭ নভেম্বর, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৬ নভেম্বর, ২০১৭, সোমবার, ১৯ কার্তিক, ১৪২৪

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসদের প্রশিক্ষণ শেষে বসিয়ে দেওয়া হল ডি.এস.পি-তে

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের স্থায়ীকরণের দাবির পাশে সি আই টি ইউ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৩ নভেম্বর : দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ২৫০ জন ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসকে দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙে প্রশিক্ষণ শেষে নিয়োগপত্র না দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল। জন্মলগ্ন থেকে এই কারখানায় ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসরা প্রশিক্ষণ শেষে নিয়োগপত্র পেয়ে এসেছেন কারখানার শ্রমিক হিসাবে। কিন্তু ২০১৬ সালে যে ৬০ জন ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস প্রশিক্ষণে যোগ দেন, তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে প্রশিক্ষণরত ১৮০ জন ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় পড়েছেন। এর বিরুদ্ধে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নেমেছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি আই টি ইউ)।

ইউনিয়ন এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করে। ইউনিয়নের পক্ষে প্রকাশতরু চক্রবর্তী বলেন, এই মুহূর্তে কারখানায় স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকরা বরাবর এই কারখানায় যোগ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। প্রশিক্ষণ

—এরপর চারের পাতায়

ডেঙ্গু রুগির ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হল সেপ্টিসেমিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ নভেম্বর : এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতাল রেফার হয়ে আসা ডেঙ্গু রুগি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। কোনো রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা বা চিকিৎসা ছাড়াই চিকিৎসক ডেথ সার্টিফিকেটে লিখে দিলেন মৃত্যুর কারণ সেপ্টিসেমিয়া। রুগির বাড়ির লোকজন প্রতিবাদ করলে তাদের জেলে ভরে দেবার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়া হাসপাতালে গত ৩ নভেম্বর রাত্রে। পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার মির্জাবাটি গ্রামের প্রশান্ত হালদার (১৮) গত ৩১ অক্টোবর থেকে জ্বরে আক্রান্ত হয়। স্থানীয় চিকিৎসক দেখানোর পাশাপাশি দু বার রক্ত পরীক্ষা করানো হয়। এন এইচ ১ অর্থাৎ ডেঙ্গু ধরা পড়ে। স্থানীয় আশা কর্মীরা সেই রিপোর্ট ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে দেখালে আধিকারিক পরামর্শ দেন, রুগিকে কালনা হাসপাতালে ভর্তি করার। ২ অক্টোবর রাত্রে অবস্থার অবনতি হলে ৩ অক্টোবর

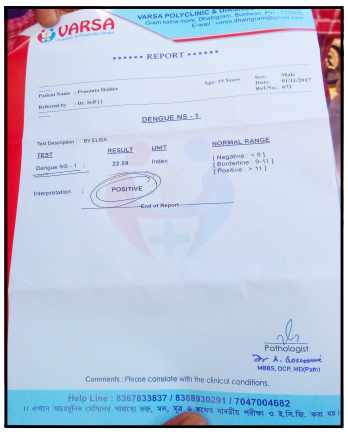

সকালেই প্রশান্তকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার চিকিৎসা শুরু হয় এবং রক্ত বর্ধমানে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সন্ধ্যার দিকে অবস্থার আরো অবনতি হলে তাকে চুঁচুড়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। প্রশান্ত-র বন্ধু অনিমেষ হালদার বলেন, রেফারের কাগজে কালনা হাসপাতালের পক্ষ থেকে

—এরপর চারের পাতায়

কোজাগরিতে যে আবাহন হয়নি তা হল রাস পূর্ণিমায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ নভেম্বর : পুলিশি হামলার আশঙ্কা এবং পুলিশি নির্যাতনের স্মৃতি বুকে নিয়েই কুকশিমলা গ্রামের মানুষ লক্ষ্মীর আরাধনা সারলেন। কোজাগরিতে যে লক্ষ্মীর আবাহন হয়নি সে আবাহন হল রাস পূর্ণিমায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা মহামারীর কারণে নয়, গোটা গ্রামে পূর্বস্থলী থানা চরম নির্যাতন নামিয়ে আনার কারণেই গ্রামবাসীরা তখন লক্ষ্মীর আরাধনা করতে পারেননি। অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এই গ্রামের যুবক সুকান্ত অধিকারী রাজস্থানে কাজ করতে গিয়ে সেখানকার এক যুবতিকে বিবাহ করে এখানে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে মেয়ে অপহরণের মামলা হয়। রাজস্থানের পুলিশ তাদের দুজনকে ধরে কালনা আদালতে তোলে। সুকান্তের স্ত্রী বিচারককে পরিস্কার জানিয়ে দেয় সে স্বেচ্ছায়

বিয়ে করে এখানে এসেছে। পরবর্তী সময়ে রাজস্থানের পুলিশ আবার এখানে এসে ওই দম্পতিকে ধরার নামে গোটা কুকশিমলা গ্রামে পূর্বস্থলী থানার সাহায্যে সন্ত্রাস নামিয়ে আনে। সেজন্য ওই সময় লক্ষ্মীপূজা করা গ্রামবাসীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই ক্ষেদ তাঁরা মেটালেন রাস পূর্ণিমার দিনে। গ্রামের মানুষ সুকান্ত অধিকারীর পাশেই আছে। সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে এখন আইনি লড়াই চালাচ্ছে।

শেষ হল ডি ওয়াই এফ আই-এর সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ও কালনা, ৫ নভেম্বর : বর্ধমান টাউনহলে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির ১৩তম সম্মেলন রোহিত ভেমুলা নগর এবং শহিদ অরুণ সর্দার মঞ্চে (বর্ধমান টাউনহল) অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন এবং শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। যুব প্রতিনিধি সব্যসাচীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। শহিদ স্মরণে ও শোকপ্রস্তাবের পর সম্মেলনকে উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির পক্ষে শ্রীকান্ত ঘোষ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন নাসিম আহমেদ। ৭ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। শহর জোনাল কমিটি ভেঙে দুটি এরিয়া কমিটি তৈরি হয়। এরিয়া-১ কমিটির সম্পাদক হন নাসিম আহমেদ এবং এরিয়া-২ কমিটি সম্পাদক হন সঞ্জয় মির্দ্দা। সভাপতিমণ্ডলিতে ছিলেন মানস দত্ত, স্বপন সাহা, অরূপ দাস, অসীমা ধর এবং ইন্দ্রিজিৎ ওঝা।

প্রতিটি ইস্যুতে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে জোরদার লড়াইয়ের শপথ নিয়ে শেষ হল ডি ওয়াই এফ আই-এর কালনা জোনাল কমিটির ১৩ তম সম্মেলন। কালনা শহর-এর নাম গৌরীলংকেশ নগর ও উমা ভবন-এর নাম আনিসুর রহমান মঞ্চ নামে নামাঙ্কিত করে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য অনিন্দ মণ্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ১০ জন প্রতিনিধি। ১২ জন যুবতী সহ ১২০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। নভেম্বর বিপ্লবের শতবছর উপলক্ষে পোস্টার প্রদর্শনী ও মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল কালনা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে যুবদের সঙ্গে পা মেলান অন্যান্য গণ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে

—এরপর চারের পাতায়

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সরানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩০ অক্টোবর : আদিবাসী পাড়া থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তুলে নিয়ে অন্যত্র করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করে পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের বিডিও এবং সি ডি পি ও-র কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন আদিবাসীরা। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন পঞ্চায়েত সমিতির অন্যতম সদস্য পাঁচুগোপাল ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন রোজিনা হেমব্রম, বড়কি মুর্মু, শানকি সোরেন, মাইকেল মুর্মু, অপর্ণা মাণ্ডি, রোসা মুর্মু, পলাশ মুণ্ডারি, পাথবাস মুর্মু প্রমুখ। অভিযোগ ডেপুটেশন চলাকালীন বিডিও মহিলাদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেন। আদিবাসী মহিলারা বিডিও-র ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য- পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের কালেখাঁতলা ১ নং গ্রাম পঞ্চয়েতের রানীপুর ১৪৭ নং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ২০০৪ সালে স্থায়ীভাবে তৈরি হয়েছিল। এখানকার ৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। গ্রামবাসীদের অভিযোগ তাদের না জানিয়ে বর্তমান প্রধান এবং বিডিও ষড়যন্ত্র করে গ্রাম থেকে দূরে বাঁশবাগানের ভিতর অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায়, পোলট্রি ফার্মের

—এরপর চারের পাতায়

বাস্তবতার নিরিখে কর্মসংস্থানে ব্যর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৩ নভেম্বর : বাস্তবতার নিরিখে কর্মসংস্থানে ব্যর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার- দুর্গাপরের বেনাচিতি-র আনন্দধারা সভাগৃহে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের আসন্ন পশ্চিম বর্ধমান জেলা ২১ তম সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় একথা বললেন প্রাক্তন যুবনেতা মানব মুখার্জী। আলোচনা সভার সূচনায় বক্তব্য রাখেন সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সন্তোষ দেবরায় ও সম্পাদক পঙ্কজ রায় সরকার।

কর্মসংস্থান ও বাস্তবতা : দিল্লি টু নবান্ন শীর্ষক আলোচনায় একমাত্র বক্তা ছিলেন প্রাক্তন যুবনেতা মানব মুখার্জী। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে বেকারি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। পুঁজি মুনাফার পিছনে

দৌড়য়। আর সেই দৌড়ের সাথে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক বিপরীতমুখী না হলেও সহায়ক নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কর্মসংস্থানের জন্য কেইন্সীয় দাওয়াই-এর ফলে রাষ্ট্রের 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার'-এর দায়িত্বও আজ নয়া উদারনীতিবাদের ঠেলায় বিপর্যস্ত। স্বাধীনোত্তোর ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়, প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই স্বল্প ছিল। আসলে তৎকালীন ভারতীয় পুঁজিপতিদের দুর্বল পুঁজির বিকাশ ঘটানোর জন্য ভারত রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু আজ সেই নীতিকেও পরিত্যাগ করে হাত গুটিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে বাজারের হাতে তুলে দেওয়ার নীতি নেওয়া হয়েছে। বাজারের আগ্রাসী নীতির সাথে পাল্লা দিয়ে কমছে কর্মসংস্থান। ফাটকা বাজারী বিনিয়োগে অতি ধনীদের অকল্পনীয় মুনাফায় শিল্প ও কৃষি উভয়ক্ষেত্রেই কাজের সংস্থান তলানিতে ঠেকেছে। এই সর্বনাশা বাজারী অর্থনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে দিল্লি থেকে নবান্ন অর্থাৎ কেন্দ্রের বিজেপি এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকার উভয়েই ব্যাকুল। আলোচনার শুরুতে সঞ্চালক সাংবাদিক ত্রিদিব ভট্টাচার্য বিষয়ের উপস্থাপনায় ফোবর্স পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে সারা বিশ্বের মধ্যে বিকাশের হার সবচেয়ে কমেছে ভারতে। তাই সকলের জন্য কাজের দাবিতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের লড়াইয়ের ভিত্তি আরও প্রসারিত করার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

বিশিষ্টদের মধ্যে আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, পার্থ মুখার্জী, মহাব্রত কুণ্ডু, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, পরেশ মণ্ডল, সিদ্ধার্থ বসু, শুভাশীষ মাইতি সহ প্রাক্তন ও বর্তমান যুব নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ হবে আগামী ১০ নভেম্বর সগরভাঙ্গা কলোনিতে। বক্তব্য রাখবেন সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক ও সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য মহম্মদ সেলিম।

নতুন চিঠি

৬ নভেম্বর, ২০১৭

নভেম্বর বিপ্লব মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি চিরকালীন দিকচিহ্ন

৬ নভেম্বর, ১৯১৮ সোভিয়েতের শ্রমিক, কৃষক, কসাক ও লালফৌজ প্রতিনিধিদের ষষ্ঠ সি.পি.এস.ইউ-র জরুরি কংগ্রেসে নভেম্বর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতায় লেনিন বলেছিলেন— " ... ... বিপ্লবের বার্ষিকী উদ্‌যাপন করার দিনটিতে আমাদের উচিত বিপ্লব যে পথটা পেরিয়ে এল তার উপর দৃষ্টিপাত করা। ... ... বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য যে পরিমাণে বেড়েছে, সেই পরিমাণেই বেড়েছে ও প্রবল হয়েছে সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মাদ সংহতি। ... ... সেইজন্যই আমাদের বিপ্লবের সাফল্য যে পরিমাণে বেড়েছে, আমাদের শত্রুর সংখ্যাও বেড়েছে সেই পরিমাণে। আমাদের পরিস্থিতির দুর্বিষহতা এতটুকু চেপে না রেখে সামনে কী আছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে আমাদের।"

রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব এমন একটি ঘটনা যার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বে প্রথম শোষণহীন, শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক এই পরিবর্তন তৎকালীন বিশ্ব পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত রক্ষণশীল ধ্যানধারণাকে ভেঙ্গেচুরে ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করে শ্রমিক-কৃষকশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই বিপ্লব ছিল লেনিনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মার্কস কথিত সমাজবাদ-সাম্যবাদের আদর্শে বলীয়ান। আজ চারদিকে যখন মনুষ্যত্বহীনতার বিভীষিকা গ্রাস করতে চলেছে আমাদের, মুষ্টিমেয়র দ্বারা বিরাট জনগোষ্ঠীর ওপরে চলছে নৃশংস শোষণ অবিচারের ধারা। এই ব্যবস্থার অবসান ছাড়া ক্ষুধা-দারিদ্য-বেকারি, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতনের হাত থেকে মানুষের নিস্তার নেই। নভেম্বর বিপ্লব তাই আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আজও তা আলোর বিকিরণ ঘটাচ্ছে। বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, যাঁরা ইতিহাসের সততায় আস্থাশীল তাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অবস্থানেই অটল। নভেম্বর বিপ্লব মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি চিরকালীন দিকচিহ্ন। মৃত্যু নেই নভেম্বর বিপ্লবের, মৃত্যু নেই সমাজতন্ত্রের।

বর্ধমান জাগরণীর বিজয়া সম্মিলনী ও সাহিত্যসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি শনিবার বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান জাগরণী পত্রিকার বিজয়া সম্মিলনী, ত্রৈমাসিক সাহিত্য সভা ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব-২০১৭। স্বাগত ভাষণ দেন পত্রিকার সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস। তিনি বলেন ৩১ বছর ধরে বর্ধমান জাগরণী সাহিত্যচর্চার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে সাহিত্য সেবা করে চলেছে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিবেকানন্দ অধিকারী। পত্রিকার ৩০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কবিতা প্রতিযোগিতার বিজয়ী কবিরা হলেন— অমর্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম), ইমরাজ হাসান (২য়) ও রথীন পার্থ মণ্ডল (৩য়)। এছাড়াও বিশেষ ভাবে সম্মানিত হন সুশোভন ভট্টাচার্য, অরিন্দম সরকার ও জয়শ্রী রায় মৈত্র।

২১ টি বেআইনি বালি বোঝাই ট্রাক আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ নভেম্বর : কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহনিয়ার নেতৃত্বে প্রশাসন ২১ টি বেআইনি বালি বোঝাই ট্রাক আটক করে। খেয়াঘাট থেকে আটক করা ট্রাকগুলিতে যে বেআইনি বালি ছিল, তাতে সরকারি রেভেনিউ প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। মহকুমা শাসক জানান, খেয়াঘাট দিয়ে কেন এই ট্রাকগুলি পারাপার করা হচ্ছিল তার কারণ দর্শানোর জন্য ঘাটমালিককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আটক ট্রাকগুলির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা কবে কোথায় জন্মান? কবে কিভাবে মত্যু?
২. সারা ভারত কৃষকসভার ২০তম সর্বভারতীয় সম্মেলন কোথায় কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন?
৩. সিপিআই(এম) দলের প্রথম পলিটব্যুরো কতজনকে নিয়ে গঠিত হয়? কবে হয়েছিল? পশ্চিমবঙ্গ থেকে কে কে পলিটব্যুরোতে নির্বাচিত হন?
৪. কবে কার কার গুলিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি নিহত হন? কবে ঘটেছিল?
৫. ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনিতে কবে সেনা বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল?
৬. কোন সংস্থা কবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি (ইংরেজি) কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেছিল? কত দাম ছিল?
৭. ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কবে হয়েছিল? এদিন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোন জেলা যুক্ত হয়?
৮. গদর আন্দোলন এবং 'গদর' পত্রিকা কবে প্রকাশিত হয়? কোথায় হয়েছিল?
৯. বাংলায় প্রথম ব্রিটিশ শাসক রবার্ট ক্লাইভ-এর কবে কিভাবে মৃত্যু হয়?
১০. প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক স্যার আলফ্রেড হিচকক কবে কোন ছবির উদ্বোধন করতে কলকাতায় আসেন?
১১. লন্ডনে চার লক্ষ মানুষ শেয়াল শিকারের দাবিতে মিছিল করেছিল কবে?
১২. রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত ইউনেস্কো কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এর পুরো কথাটি কী?

(উত্তর শেষের পাতায়)

লেনিন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ

সুধীর রায়

ভ্লাদিমির ইলিচ সম্পর্কে কিছু লেখার আগে আমি স্মৃতিচারণ করতে চাই কিভাবে আমি প্রথম স্মলনিতে যাই এবং কিভাবে তাকে দিনের পর দিন সেবা করি। আমার স্বামী পেট্রোগ্রাডে কাজ করতেন। তিনি প্রথম থেকেই রেডগার্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অক্টোবর মাসের পর তিনি স্মলনিতে কাজ শুরু করেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন যে একজন নির্ভরযোগ্য লোক স্মলনিতে প্রয়োজন যে রান্না ও পরিবেশন করবে। অবশ্য তিনি জানতেন যে আমি তখন বলশেভিকদের খুব বিরোধী। তারা যীশুখ্রিস্টের বিরোধী। তারা হিদেনদের মতোই ঘৃণ্য। তারা মানুষের শুধু অপকার করে বেড়ায় আর ভ্লাদিমির ইলিচ হলেন তাদের নেতা। তাঁকে জার্মানরা রাশিয়ায় পাঠিয়েছিল। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই তর্ক করতাম ঝগড়া করতাম। আমি তাঁকে বলতাম যে সে হিদেনদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে। একদিন আমার স্বামী আমাকে স্মলনিতে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তুমি একটা নির্বোধ স্ত্রীলোক। দেখ এই যীশুখ্রিস্ট বিরোধী লোকটি কেমন।

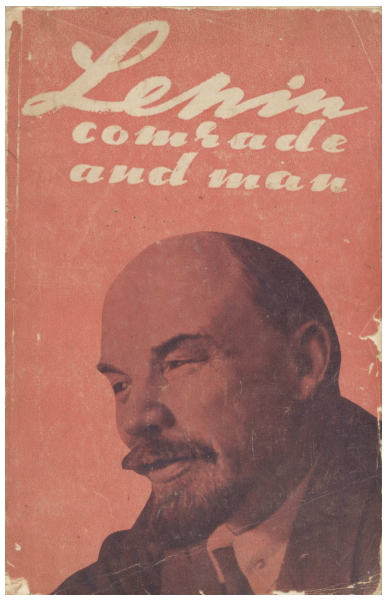

স্মলনিতে কাজ শুরু করার পর আমি ভ্লাদিমির ইলিচকে দেখলাম। আমার সঙ্গে আমার ছোট্ট মেয়ে তানিয়া ছিল। তানিয়া তখন ক্রাচ নিয়ে হাঁটত। তার একটা পা প্লাস্টার দিয়ে ব্যান্ডেজ করা থাকত কেননা সে তখন হাড়ের যক্ষ্মায় ভুগত।

ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তানিয়াকে বললেন, এই মেয়ে তোমার পায়ে কি হয়েছে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন আপনি তো কমরেড ওয়েনস্টোভের স্ত্রী। আমি কোনোরকমে তাঁর কথায় উত্তর দিলাম। আমি তাঁর দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিলাম না। আমি তারপর প্রায় প্রতিদিনই ভ্লাদিমির ইলিচকে দেখতাম। তিনি যখনই আমাদের কাছে আসতেন, আমার মেয়ে তানিয়াকে একটা লজেন্স বা বিস্কুট দিতেন। তিনি তানিয়াকে বলতেন যে শিগ্গিরই এমন দিন আসবে যখন তোমরা অনেক বেশি বিস্কুট বা লজেন্স পাবে। তিনি সব সময়ই আমার মেয়ের সঙ্গে কৌতুকে মেতে উঠতেন। তিনি প্রায়ই আমার মেয়ে তানিয়ার সঙ্গে ফোনে দোতলায় উঠে কথা বলতেন। আমাদের জন্য পারিবারিক রেশন বরাদ্দ খুব বেশি ছিল না। কিন্তু আমি একদিন ভ্লাদিমির ইলিচকে বরাদ্দের বেশি রুটি দিই চায়ের সঙ্গে।

ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন কেন আমি তাঁকে অতিরিক্ত রুটি দিয়েছি। তিনি এমন কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে আমার মনে হল যেন পৃথিবী আমাকে গ্রাস করবে। তিনি আমাকে অতিরিক্ত রুটি ফেরৎ দিলেন। আমার তখন মনে হল ভ্লাদিমির ইলিচ একজন সেইন্ট। তাই যখনই আমি চার্চে যেতাম, তখন লেনিনের নামে একটা মোমবাতি ধরিয়ে প্রার্থনা করতাম। যেদিন পেট্রোগ্রাডের কাছাকাছি এলাকা থেকে শ্বেতসন্ত্রাসকারীরা উচ্ছেদ হল, সেদিন কমরেড লেনিন নিজে রান্না ঘরে এলেন এবং আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তানিয়াকে একটা বিস্কুট দিলেন এবং বললেন তোমাকে একটা স্যানাটোরিয়ামে পাঠাচ্ছি।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং হঠাৎ আমার গলা থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত এক কণ্ঠস্বর। কমরেড ইলিচ "আমি আপনাকে ভেবেছি হিদেনদের নেতা, যীশুখ্রিস্ট বিরোধী।"

তিনি তখন আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন "কমরেড ভরনোৎসগভা, আমার সম্পর্কে কত কথাই তো প্রচার হয়েছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে মোমবাতি জ্বালাবার আগে আপনার মেয়ে তানিয়াকে আরও বেশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান। তারপর তিনি যাজকদের সম্পর্কে বললেন যে তারা কত আজগুবি প্রচার করে এবং সাধারণ মানুষরা প্রতারিত হয়।

আমি এখনো ভাবি যে ভ্লাদিমির ইলিচের জন্য আমার মেয়ে এখন সুস্থ জীবনযাপন করছে।

— এন. এন. ভোরোস্তাসোভা। কমিউনিস্ট পার্টি অফিসের খাদ্য পরিবেশনকারিনী

২.

ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কমরেডস বা সহযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত থাকতেন। তার ওপর তখন বিরাট কাজের ভার ছিল, কিন্তু এসত্ত্বেও কোন কমরেড অসুস্থ হলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হতেন। তিনি আমাকে বলতেন যে কমরেড ওয়েসব্রড আমি আপনাকে একটা গাড়ি দিচ্ছি, আপনি ওই অসুস্থ কমরেডকে দেখে আসুন। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে তিনি নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করতেন। যখন তিনি শ্বেতসন্ত্রাসকারী কাপলনের গুলিতে বিদ্ধ হলেন। আমরা ডাক্তাররা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলাম। তাঁর বিছানার কাছে যেতেই তিনি বলতেন যে আমি চমৎকার আছি। আপনি অন্যান্য রোগীদের দেখুন।

তাঁর জন্য সাধারণ মানুষের উদ্বেগের সীমা ছিল না। কিন্তু তিনি একটু ভালো হতেই একটা মেডিকেল বুলেটিনে স্বাক্ষর করে জনগণের হৃদয় জয় করলেন। ভ্লাদিমির ইলিচ একটু ভালো হতেই আমি হাসপাতালের কাজে আরো বেশি সময় দিতাম। তিনি আমাকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন হাসপাতালে রোগীরা কি খায়। তাদের জন্য কোথা থেকে খাবার আসে। তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। পার্কে গিয়ে তিনি অনায়াসেই শিশুদের সঙ্গে মিশতেন।

— বি. এস. ওয়েসব্রড, চিকিৎসক

৩.

কমরেড পি. এস. কায়দেনস্টেভ

প্রিয় কমরেড, আপনি বেলাকুন সম্পর্কে যথাসাধ্য করবেন। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গকে সবরকম ভাবে সাহায্য করবেন। বেলাকুন হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র করেন। হাঙ্গেরির সোভিয়েত সরকার তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ সালে সেই সরকারের পতন হলে তিনি অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যান। সেখানে তাকে অন্তরীণ করা হয়। মুক্তির পর তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় চলে আসেন।

ইতি, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

সূত্র : Lenin : Comrade and Man, –Progressive Publishing, Moscow.

শ্রমিক নেতা আশাদুল হক-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ নভেম্বর : বর্ধমানের মিউনিসিপ্যাল শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের অগ্রণী নেতা আশাদুল হক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বর্ধমানের দুবরাজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মিউনিসিপ্যাল শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের পাশাপাশি বর্ধমান শহর অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মুড়ি ও চিঁড়ে শ্রমিক, রেলওয়ে ঠিকা শ্রমিক, মুটিয়া-মজদুর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান শহর-১ এরিয়া কমিটিরও সদস্য ছিলেন। তাঁর মরদেহ বর্ধমানের সিপিআই(এম) জেলা দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। এখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা অমল হালদার, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সম্পাদক যথাক্রমে অচিন্ত্য মল্লিক ও গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী এবং কালিশংকর পাল, তাপস সরকার, গৌরী ব্যানার্জী, নজরুল ইসলাম, তরুণ রায় সহ দলের নেতা কর্মীরা।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সমিতির ৬ দফা দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আই সি ডি এস কর্মী সমিতি, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি ৬ দফা দাবিকে সামনে রেখে এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিলেন। এদিন কার্জন গেটের সামনে আই সি ডি এস কর্মীদের সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মহিলা নেত্রী মহারানি কোঙার

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২০১৭

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিকিৎসাবিজ্ঞান

বিজ্ঞানীরা অনেকদিন আগে থেকেই জানতেন যে জীবদেহের মধ্যেই রয়েছে এক জৈবিক ঘড়ি। পৃথিবী কেমন ভাবে পাক খাচ্ছে তার ছন্দেই মিলে

জেফ্রে সি হল

মিশে আছে আমাদের জীবনীশক্তি, প্রাণীর প্রাণস্পন্দন। তাই 'নাইট সিফটে'র ডিউটি ফেরত নার্স বা টাইমজোন পেরোনো বৈমানিকের ঘুমের ছন্দ কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। জেফ্রে সি হল, মাইকেল রসব্যাশ ও মাইকেল ডব্লিউ ইয়ং-এর গবেষণায়

মাইকেল রসব্যাশ

অবশেষে এই জীব ঘড়ির কার্যকলাপ বোঝা গেল। গাছপালা থেকে প্রাণী জগৎ তথা মানুষের জৈবিক নানান কাজের ছন্দে পার্থিব ঘূর্ণনের এক যোগসূত্রের ব্যাখ্যা মিলল।

পচা ফলের গন্ধ ভিড় করে বিশেষ এক জাতের মাছি। এরই দেহের জিন থেকে পাওয়া যায় এক প্রোটিন যা রাতের অন্ধকারে সঞ্চিত হয়। আবার দিনের আলোয় ভেঙে যায়। প্রোটিনের এই সংযোজন আর বিয়োজন মানুষ থেকে ক্ষুদ্র প্রাণ কণিকার জৈব ঘড়ির চালিকাশক্তি। প্রাণীর আচার ব্যবহার, হরমোন ক্ষরণ, ঘুম, শরীরের তাপমাত্রা এবং বিপাক প্রক্রিয়া সবই নির্ভর করে এই প্রোটিনের উপর। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ এই জৈব ঘড়ির ছন্দপতন হলেই নানা শারীরিক সমস্যা।

লজ্জাবতী গাছ আমরা সবাই চিনি। স্পর্শ করলেই পাতা কেমন ভাঁজ হয়ে যায়। দিনের বেলা লজ্জাবতীর পাতা প্রসারিত থাকে। আর রাতে গুটিয়ে যায়। ১৭২৯ সালে ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিন জ্যাকুইস দ্য মারিয়ান (১৬৭৮-১৭৭১) পরীক্ষা করে দেখলেন ধারাবাহিক ভাবে অন্ধকারে রাখা লজ্জাবতী গাছ কেমন করে নির্দিষ্ট সময় পরে পাতাগুলিকে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করে।

জীবদেহের আভ্যন্তরীণ এই ঘড়ির কাণ্ড কারখানা সেদিন থেকেই বিজ্ঞনীদের কৌতূহলের কারণ। শুধু উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত প্রাণীর দেহেই রয়েছে এই প্রোটিনের উপস্থিতি যার ভাঙাগড়ার ছন্দ জীব ঘড়িকে চালিয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন সারকাডিয়ান ছন্দ। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে আমেরিকান বিজ্ঞানী সেমুর বেনজার (১৯২১-২০০৭) ও তাঁর ছাত্র কোনাপকা (১৯৪৭-২০১৫) সারকাডিয়ান ছন্দের জন্য দায়ী জিন

মাইকেল ডব্লিউ ইয়ং

চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেন। বিশেষ মাছির অজানা জিনের রূপান্তর ঘটিয়ে তাঁরা দেখলেন প্রাণীর জৈবঘড়ির কেমন ছন্দপতন হয়। তাঁরা এই জিনটির নাম দিলেন 'পিরিয়ড' জিন।

জেফ্রে সি হল, মাইকেল রসব্যাশ দেখালেন এই পিরিয়ড জিন কেমন করে স্বকীয় প্রতিক্রিয়ায় প্রোটিন বিয়োজনের কাজটিকে বন্ধ রাখে। মাইকেল ডব্লিউ ইয়ং-এর কাজটি হল PER প্রোটিনের সঙ্গে TIM প্রোটিনের যোগাযোগ। তিন বিজ্ঞানীর গবেষণা এক জায়গায় গ্রন্থিত হয়ে জীবঘড়ির রহস্য উন্মোচিত হল।

পদার্থবিজ্ঞান

বেঁচে থাকলে আইনস্টাইন দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হতে পারতেন। আর সেক্ষেত্রে বিষয়টি হতো মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রমাণ। ১৯১৫ সালের বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে মহাকর্ষ তরঙ্গের গাণিতিক পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাঁর সন্দেহ ছিল এমন তরঙ্গ কখনো কি ধরা-ছোঁয়া যাবে? লেসার ইনটারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেসনাল ওয়েভ অবসারভেটিতে সেই তরঙ্গের ঢেউ ধরা পড়ল। বিশ্বের কুড়িটি দেশের হাজারেরও বেশি গবেষক এই গবেষণায় নিযুক্ত। আর তাঁদের প্রাণপুরুষ রেনার ওয়েস ও কিপ এস থর্ন এবং সহযোগী বারি সি বারিস ২০১৭ সালের নোবেল পুরস্কার অর্জন করলেন।

সূর্যের থেকে বড় আকারের তারাদের শক্তি ফুরিয়ে গেলে অতিকায় মহাকর্ষের টানে তারাগুলি ছোটো হতে শুরু করে। নানান দশা পেরিয়ে অবশেষে এমন একটি ছোট আকারে এসে পৌঁছায় যে তার বিপুল মহাকর্ষের টানে আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। এরই নাম কৃষ্ণগহ্বর বা

রেনার ওয়েস

ব্ল্যাকহোল। এমন দুটি ব্ল্যাকহোল কাছাকাছি এলে অপরিসীম মহাকর্ষের চাপে দুটি ব্ল্যাকহোল একে অপরের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ কাছাকাছি আসে। অতিকায় এক সংঘর্ষে দুটি ব্ল্যাকহোল এক হয়ে যায়। এই

কিপ এস থর্ন

সংঘর্ষে তৈরি হয় মহাকর্ষ তরঙ্গ। মহাকর্ষ তরঙ্গ তড়িত-চুম্বকীয় তরঙ্গ হতে আলাদা, যদিও তরঙ্গের বেগ আলোর বেগের সমান। ১৯৭০ সালে যোসেফ টেলর ও রাসেল হাস রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে দুটি তারার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখেন যে বিপুল আকৃতির তারা দুটি পরস্পরের সাপেক্ষে সবেগে আবর্তিত হচ্ছে ও একে অপরের দিকে এগিয়ে আসছে। এই ঘটনায় তারা দুটির ঘূর্ণনবেগ যত বাড়ছে তত তারা পরস্পরের কাছে আসছে। ফলে ক্রমাগত শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ উৎপন্ন মহাকর্ষ তরঙ্গের শক্তির সমান। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৯৩ সালে এই দুই বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান। এ বছরেও বিজ্ঞানীরা দেখালেন দুটি কৃষ্ণগহ্বরের গতি কেমন করে মহাকর্ষ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। মজার কথা হল আজকের এই তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল একশো ত্রিশ কোটি বছর আগে। মহাকালের পথ ধরে একশো ত্রিশ কোটি আলোকবর্ষ পথ অতিক্রম করে ক্ষীণ এক তরঙ্গ লিগোর ইনটারফেরোমিটারে এসে ধরা দিল। এই ব্ল্যাকহোলের ভর কত? বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রায় দুশো কিলোমিটার ব্যাসের এই ব্ল্যাকহোল ৩৩-৩৬ টা সূর্যের ভরের সমান। লিগোর

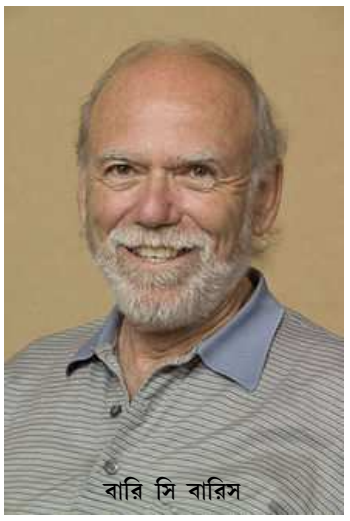
বারি সি বারিস

সাথে সহযোগী হয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের উদ্যোগে ইটালীতে এবং ভারত ও জাপানে সম মানের গবেষণার কাজ শুরু হতে চলেছে। আগামী দিনে আমরা তাই মহাকাশের অনেক অজানাকে জানতে পারবো।

রসায়ন

২০১৭ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন জাক দুবোশে, ওয়াকিম ফ্রাঙ্ক ও রিচার্ড হেন্ডারসন। জৈবরসায়নে যুগান্তকারী আবিষ্কার ক্রায়ো-ইলেকট্রন মাইক্রোসকপির সাহায্যে জৈব অনুর ত্রিমাত্রিক ছবি বিজ্ঞানের জগতে নতুন অধ্যায় সূচনা করল।

জিকা ভাইরাস সংক্রমণে সদ্যোজাত

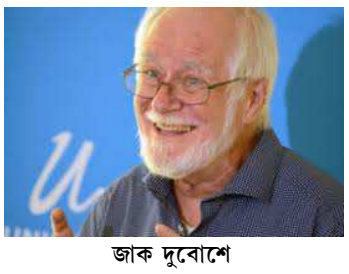
জাক দুবোশে

শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়, শিশুরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মশাবাহিত এই রোগটি কয়েকবছর আগে ব্রাজিলে মহামারী ডেকে এনেছিল। স্বভাবত বিজ্ঞানীদের ডাক পড়ল এহেন মারণ রোগের কারণ অনুসন্ধানে। মাস তিনেকের মধ্যে ভাইরাস চিহ্নিত হল—জিকা ভাইরাস। কিন্তু তার নির্ভরযোগ্য ছবি পেতে হবে। কি করে পাওয়া যায়? এক্স-রে, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক

ওয়াকিম ফ্রাঙ্ক

রেসোনেন্স—সব ব্যবস্থায় আনুবীক্ষণিক ভাইরাসকে ধরা যাচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত কোষের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে বটে কিন্তু জীবন্ত কোষ না হলে ওষুধ পাওয়া যাবে কি করে? উত্তর মিলল জাক দুবোশে, ওয়াকিম ফ্রাঙ্ক ও রিচার্ড হেন্ডারসনের গবেষণায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, ডি.এন.এ, আর.এন.এ ও প্রোটিন অনুর কথা জানা থাকলেও তাদের গঠন ও তার প্রকৃত ছবি পাওয়া কঠিন ছিল। সাধারণ কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের গঠন প্রকৃতি বোঝা সম্ভব ছিল না। ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে এক্স-রশ্মির সাহায্যে জৈব অনুর গঠন বোঝা সম্ভব হল। আশির দশকে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক অনুনাদের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও পরে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার এই জাতীয় গবেষণায় যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কিন্তু মুশকিল হল এক্স-রে বা ইলেকট্রন স্রোত জৈব অনুকে নষ্ট করে ফেলে। বায়ুশূন্য যন্ত্রের ভেতরে জৈব অনুর জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়ে যায়, অনুর গঠনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞানী দুবোশে এক অভিনব ব্যবস্থা নিলেন। জলীয় অংশ খুব দ্রুত তরল নাইট্রোজেন (—১৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করলে তৈরি হবে 'ভিট্রিফায়েড' জল বা কাচের মতো স্বচ্ছ বরফ। সাধারণ বরফ অস্বচ্ছ, 'ভিট্রিফায়েড' জল স্বচ্ছ। এখন খুব সহজে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে জৈব অনুর ত্রিমাত্রিক ছবি তোলা সম্ভব। এই ছবিই আমদের বলে দেবে প্রোটিন অনুর গঠনশৈলী ও তার গতি প্রকৃতি। জীবরসায়নে তাই এক অনন্ত সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে।

রিচার্ড হেন্ডারসন

মানুষ ও তার দেহ

যদি হৃদরোগাক্রান্ত না হন, যদি ৭০ বছর সেই মানুষটির আয়ু থাকে, তার হৃদসম্পন্দন হবে প্রায় ২৯৫ কোটি বার। চোখের পাতা পড়বে ৩৬ কোটি বার। খাবে প্রায় ৬০ হাজার কিলোগ্রাম। পানীয় জল পান করবে ৫০ হাজার লিটার। ঘরকুনো বা বেতোরোগী যদি না হন হেঁটে বেড়াবে ৪০৪৭ কোটি মাইল। ছিঁচকাঁদুনে হলে অন্য কথা, না হলে চোখের জল ফেলবে মাত্র ৫০ লিটার।

মাথার প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে চুল থাকে গড়ে প্রায় ৪০০টি। মোট চুল থাকে গড়ে এক থেকে দেড় লক্ষ। প্রতিদিন গড়ে ৪০টি থেকে ৫০টি চুল উঠে গেলেও আনুপাতিক হারে চুল গজায় বেশি। নার্ভ বা রক্তবাহী নালী না থাকায় চুল কাটলে বা চুল উঠলে ব্যথা লাগে না। মানুষের কিডনির মধ্যে রক্তের জালকের মাধ্যমে গড়ে ১৮০ লিটার জলীয় পদার্থ প্রবেশ করে। তার মধ্যে ৯৯ শতাংশ জলই পুনরায় শোধিত হয়ে শরীরের মধ্যে বারংবার ব্যবহৃত হয়। মাত্র ১ শতাংশ জল মুত্র ও ঘামের সাথে বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

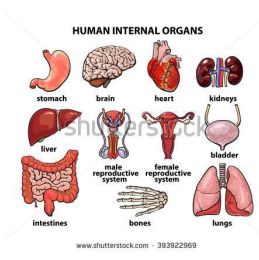

কিডনির সাহায্যে জলের শোধন পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ব্যবস্থা না থাকলে আমাদের ৯৯ গুণ বেশি জল পানের প্রয়োজন হতো, সাথে ৯৯ গুণ বেশি মুত্র ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিত।

সংকলন : মলয় রায়

তথ্যসূত্র : অহল্যা, কাকদ্বীপ, ২০০৮

সি পি আই (এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩ নভেম্বর : ঘনিষ্ঠ সি পি আই (এম) দরদি রামচাঁদ হেমব্রম-এর জীবনাবসান হয়েছে। তিনি কৃষক সংগঠনের কর্মসূচি ও দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করতেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কৃষক নেতা আন্তাজ আলি দফাদার, সুশীল ঘোষ, কেদার মণ্ডল সহ এলাকার মানুষ খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানান। গত ২ নভেম্বর নিজ বাসভবনে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭০। বেশ কয়েক বছর যাবৎ তিনি ওই রোগে ভুগছিলেন। স্থানীয় মানুষ চাঁদা তুলে তাঁর চিকিৎসার খরচ চালাতেন। তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র বর্তমান।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহকচাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

আইনজীবীদের মিছিল ও বিক্ষোভ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ নভেম্বর : কালনার এস ডি পি ও-কে অপসারণ ও পূর্বস্থলীর আই সি-কে গ্রেপ্তারের দাবিতে কালনা আদালতের আইনজীবীদের আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনকে জোরদার করতে এদিন শামিল হলেন বর্ধমান বার কাউন্সিলের সভাপতি দেবাশীষ মুখার্জি ও সম্পাদক সদন তা সহ বর্ধমান আদালতের আইনজীবীরা। কালনা আদালত চত্বরে মিছিল, বিক্ষোভ সভা করে তাঁরা ঘোষণা করলেন দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আগামী ৩ নভেম্বর বর্ধমান জেলা জুড়ে আইনজীবী ও ল'ক্লার্করা কর্মবিরতি পালন করবেন। উল্লেখ্য- পূর্বস্থলী থানার আই সি-র বিরুদ্ধে কালনার এক আইনজীবীকে রাজস্থানে পাঠিয়ে সেখানে তাঁকে অপহরণ ও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট আইনজীবী

প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে কালনা আদালতে পূর্বস্থলী থানার আই সি সোমনাথ দাসের বিরুদ্ধে মামলা করেন। আদালত থেকে তদন্তের নির্দেশ দিতেই কালনা মহকুমা জুড়ে একটি দিন পুলিশ প্রশাসন কোন কাজ করেনি। মহকুমার চারটি থানা থেকে কোন আসামিকে পুলিশ আদালতে নিয়ে আসেনি। মামলার তারিখ থাকা সত্ত্বেও জেল হাজত থেকে কোন আসামিকে আদালতে আনা হয়নি। আদালতেও কোনো কাজ হয়নি। এমনকি আদালতের বিচারকদের রক্ষীরা পর্যন্ত কাজ করেননি। উল্লেখ্য আইনজীবীদের আন্দোলনের জেরে গত ৩১ অক্টোবর কালনায় আসেন বর্ধমান জেলা বিচারপতি বিভাসরঞ্জন সেন। তাঁর সাথে ছিলেন মুখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারপতি সঞ্জয়রঞ্জন পাল।

ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ নভেম্বর : ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বর্ধমান জেলার ১৯ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান কর্মচারী ভবনে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা দিলীপ দাস। সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন ভাস্কর পণ্ডিত ভূমিজ। হয়রানিমূলক বদলি বন্ধ করা, ভেটেরিনারি ফার্মেসি কাউন্সিল গঠন করে ভেটেরিনারি রেজিস্ট্রেশন দেওয়া, উপযুক্ত বেতন স্কেল ইত্যাদি ১৫ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। সম্মেলন থেকে কল্যাণ দাসকে সভাপতি ও অনাথবন্ধু মণ্ডলকে সম্পাদক করে ৭ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

মশাল মিছিল করল এস এফ আই এবং ডি ওয়াই এফ আই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ নভেম্বর : এরাজ্যে মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা নেই, নেই গণতন্ত্র। তারই প্রতিবাদে বর্ধমান শহরে মশাল মিছিল করল এস এফ আই এবং ডি ওয়াই এফ আই। শিক্ষা ও কাজের দাবিতে সোচ্চার এই মিছিল পার্কাস রোড থেকে বেরিয়ে জি টি রোড ধরে পারবীরহাটা পার্বতী মাঠের সামনে শেষ হয়। পাশাপাশি আওয়াজ ওঠে ধর্ম বা জাত নয়, চাই সকলের জন্য ভাত, কাজ ও শিক্ষা-র সংস্থান। দাবি ওঠে শিক্ষাঙ্গনে পড়াশুনার পরিবেশ ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে।

স্টেশন ম্যানেজারকে বস্তিবাসীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩ নভেম্বর : মেমারি পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের রেলগেট পাড়ার বাসিন্দাদের গত ১ নভেম্বর রেলের আধিকারিকরা কোনো রকম নোটিস না দিয়ে মৌখিকভাবে ৫ নভেম্বরের মধ্যে জায়গা থেকে সরে যেতে বলেছেন। ফলে স্থানীয় গরিব মানুষ খুবই বিপদে পড়েছেন। ৩০-৪০ বছর ধরে তাঁরা এই জায়গায় বসবাস করছেন। এই বস্তিতে মোট ৩৫ টি পরিবার বাস করেন। এখন তাঁরা কোথায় যাবেন ভেবে খুবই চিন্তিত। অত্যন্ত গরিব, নিঃসম্বল, অসহায় মানুষগুলোর এই মুহূর্তে কোথাও মাথাগোঁজার ঠাঁই নেই। এঁদের অনেকে খেতমজুর, কেউ কেউ সবজি ব্যবসায়ী। এঁদের ছেলেমেয়েদের অনেকের আগামীকাল থেকে পরীক্ষা। এখন তাঁরা কোথায় যাবেন ভেবে পাচ্ছেন না। প্রথমে তাঁরা স্থানীয় কাউন্সিলারকে গিয়ে ঘটনাটি বলেন। কাউন্সিলার পৌরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে

বলেন। কিন্তু চেয়ারম্যানের কাছ থেকে তাঁরা হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। এরপর কাউন্সিলার সিপিআই(এম) মামু ভট্টাচার্য ও পিন্টু ভট্টাচার্য তাঁদের নিয়ে স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেন। বস্তিবাসীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ও সময় বাড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়। আলোচনার সময় আই ডব্লুউ আই-আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। স্টেশন ম্যানেজার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়ে উচ্ছেদের সময় এক মাস বাড়িয়ে দেন।

—প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান

পাশে এই অঙ্গনওয়াড়ির নতুন ঘর নির্মাণ করাচ্ছেন। এমনকি এই খবর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা এবং সি ডি পি ও অরিন্দম রায় স্বয়ং জানেন না বলে জানালেন। শিক্ষক ছাউছ মুর্মু জানান, ২০০৪ সাল থেকে এখানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি চলছে। এখানকার আদিবাসী পাড়া, সরডাঙ্গা থেকে গর্ভবতী মায়েরা এই কেন্দ্রে পরিষেবা নিতে আসেন। কেন এই কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেউ জানে না। পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কাজ করছেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯০৯ সালের ৩০ অক্টোবর, ১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি, বিমান দুর্ঘটনায়। ২. বর্ধমান জেলার বড়শুলে, ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ১৯৬৯ সাল। হরেকৃষ্ণ কোঙার। ৩. ৯ জনকে নিয়ে, ৩১.১০.১৯৬৪ থেকে ৭.১১.১৯৬৪, জ্যোতি বসু এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত। ৪. ৩১.১০.১৯৮৪, দেহরক্ষী বিয়ন্ত সিং এবং সতবন্ত সিং। ৫. ১৮৫৪ সালের ১ নভেম্বর। ৬. লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি, ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর। দাম ১০ সিলিং ৬ পেন্স। ৭. ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর, পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয় পুরুলিয়া জেলা। ৮. ১৯১৩ সালের ১ নভেম্বর, সান ফ্রান্সিসকোতে। ৯. ১৭৭৪ সালের ২ নভেম্বর, আত্মহত্যা। ১০. ১৯৫৫ সালের ৩ নভেম্বর, 'রিয়ার উইন্ডো'—কলকাতায় লাইট হাউসে। ১১. ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর। ১২. ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর, United Nations Education Scientific Cultural Organization.

লেখা হল সেপ্টিসেমিয়া

—প্রথম পাতার পর

প্রশান্তকে ডেঙ্গু রুগি হিসাবেই লেখা হয়েছে। চুঁচুড়া হাসপাতালে ভর্তি করার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রশান্ত-র মৃত্যু হয়। সেখানকার চিকিৎসক তার মৃত্যুর কারণ হিসাবে সেপ্টিসেমিয়া লেখেন। প্রতিবাদ করলে জেলে ভরার হুমকি দেওয়া হয়।

এছাড়াও নাদনঘাট থানার সমুদ্রগড় নিমতলা বাজারের পাট ব্যবসায়ী জগন্নাথ হাজরা (৭৭) গত ১ নভেম্বর জ্বরে আক্রান্ত হলে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রেও কালনা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই বলেন, উনি জ্বরে মারা যাননি, সেপ্টিসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে, বর্ধমানে পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা পাঠানো হয়েছে।

—প্রথম পাতার পর

সম্মেলন

তিনটি নতুন আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। কালনা ১ আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয় যথাক্রমে আব্দুল হালিম শেখ এবং সুভাষ মণ্ডল। কালনা ২ আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয় যথাক্রমে মোজাফর হোসেন এবং নবকুমার বাগ। কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয় যথাক্রমে সুশান্ত মুখার্জি এবং অরূপ দাস।

লেখক-শিল্পী-কলাকুশলীদের প্রীতি সম্মেলন ২০১৭

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হল প্রীতি সম্মেলন। উদ্যোগ— পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বর্ধমান শহর কমিটি। স্বাগত জানান যুগ্ম সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রেয়া ভট্টাচার্য। স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সভাপতিত্ব করেন নলিনীরঞ্জন সরকার।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ নভেম্বর : জ্বরে রুগীর মৃত্যু হলেও কালনা মহকুমা হাসপাতালে স্বীকার করা হচ্ছে অন্য রোগের কারণে রুগীর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে জ্বরের প্রকোপ বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে কালনা মহকুমা জুড়ে জোর প্রচার চলছে। এদিন বুলবুলিতলা শিশু শিক্ষা নিকেতনের (মাধ্যমিক) ছাত্রছাত্রীরা প্লাকার্ড হাতে মিছিল করে গোটা এলাকা পরিক্রমা করে। শ্লোগান দিয়ে তারা বলে, বাড়িতে জল জমতে দেবেন না। মশারি ব্যবহার করতে হবে। জ্বর হলে আক্রান্তকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। বাড়িঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতীক হিসাবে তারা মিছিলে ঝাঁটা ব্যবহার করে। কালনা- ২ ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকেও এদিন একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় অকালপৌষ পঞ্চায়েত অফিসে। ব্লক এবং পঞ্চায়েত কর্মীসহ স্থানীয় মানুষ এই শিবিরে যোগদান করেন। এছাড়া বিডিও মিলন দেবঘরিয়া এলাকা পরিক্রমা করে বাসিন্দাদের ডেঙ্গু প্রতিরোধের বিষয়ে কথা বলেন। তিনি পানীয় জলের কলগুলি কি অবস্থায় আছে তা পরিদর্শন করেন।

বেহাল সড়ক বন্ধ অটো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ নভেম্বর : কালনা মহকুমার ন'পাড়া মোড় থেকে চকবামুন গড়িয়া সড়ক যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পরেছে। আহত হচ্ছেন যাত্রীরা। ভাঙছে গাড়ির যন্ত্রাংশ। হাজারো আবেদন নিবেদনে সাড়া মিলছে না প্রশাসনের। এদিন যাত্রীবাহী অটো ও ভ্যান রিক্সা সকাল থেকে বন্ধ থাকে। চরম দুর্ভোগে পড়েন স্থানীয় প্রায় ত্রিশটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। এই এলাকা থেকে ভোটে জয়ী হয়ে মন্ত্রী হয়েছেন স্বপন দেবনাথ। এই সড়কের পাশেই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জির পৈতৃক বাড়ি। তাঁর প্রতিশ্রুতিতেও রাস্তা সংস্কার হয়নি।

—প্রথম পাতার পর

পাশে দাঁড়াল সি আই টি ইউ

শেষে তাঁদের বসিয়ে দেওয়ার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কর্তৃপক্ষ বকলমে বেসরকারি সংস্থার মতো 'হায়ার এণ্ড ফায়ার' নীতি চালু করতে চাইছে। উল্লেখ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ২ নভেম্বর কারখানার মেন গেট থেকে মিছিল করে গিয়ে ইস্পাত ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান ও অবস্থান সমাবেশ করেন। সমাবেশে আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা ললিত মিশ্র। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একটি প্রতিনিধি দল ইস্পাত কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে অবিলম্বে তাঁদের স্থায়ীকরণের দাবিতে স্মারকলিপি দেয়। এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন সি আই টি ইউ ইউনিয়নের নেতা কালী সান্যাল, সৌরভ দত্ত, জয়ন্তকুমার দাস প্রমুখ।

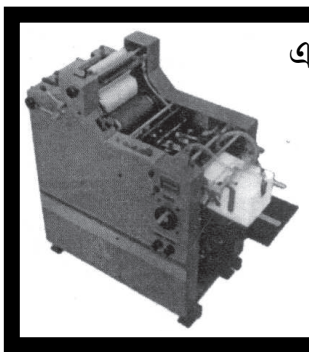

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

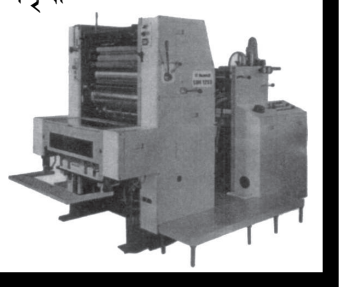

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা